তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০১

**চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিভিন্ন সরকারি অর্থ সহায়তা ও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ, দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

 চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৪৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১০৩,৮৭৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ২৪ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ৫,১৯,৩৭৫ জন প্রান্তিক, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা যার পুরোটাই এ পর্যন্ত ১,৮৩,০৩১টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৭,৬২৫টি প্রান্তিক পরিবারের মাঝে ৬১ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ চট্টগ্রাম জেলায় বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২৩৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২,৬০৫টি পরিবার।

 কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ১২ লাখ ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ২ কোটি ১৩ লাখ ৯৮ হাজার টাকা ৪৩,৩৫৭ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ১,৭৪,৭২৭ টি প্রান্তিক পরিবার ও ৮,০৬,৫৭৪ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ পেয়েছে আরো ১,৩৬৮টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১,৫২২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১,৩১৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৭ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর(ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩১,৬০০ পরিবার ও ১,২৩,২৪০জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৩১,৫০২টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ১ লাখ টাকা ২০০ টি প্রান্তিক পরিবার ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ১ লাখ টাকা ২০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

 খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৩৪ লাখ ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২২,৯০০টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৫ লাখ ০৬ হাজার ৮০৫ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার পুরোটাই ৩৩,২৬৭ টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০০টি পরিবার।

 বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১৭,৪১৪টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার পুরোটাই এ যাবৎ ৫৯,০৮২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে ১৩২টি পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে ১৪২৮টি অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ১৪২৮ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

 লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৯১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অদ্যাবধি ৩২,৪৯৭টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৮৪ লাখ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ৭৫,০৫৯ টি দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ৩,৭৫,২৯৫ জন প্রান্তিক মানুষ। এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ০৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ লাখ টাকা ৪০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা শীঘ্রই বিতরণ করা হবে।

 নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫৩,৬০০ প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার পুরোটাই অদ্যাবধি ১,৬৭,৭৫০টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬১৫টি পরিবার। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১৮০০ টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ১৮০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

 ফেনী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৬৪ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ২৩,৮০১ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার পুরোটাই ৩৬,৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফেনী জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকা ইতোমধ্যে ৬০০ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ জেলায় বরাদ্দকৃত ৬ লাখ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬০০টি পরিবার।

 কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১১ কোটি ৩০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৫ কোটি ৫৪ লাখ ৪২ হাজার ৫০০ টাকা ১,০৮,৭৪৯টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার পুরোটাই ১,৯১,১৪০টি প্রান্তিক অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৪২ লাখ টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৩২ লাখ ৬০ হাজার টাকা ৬,৫১৮টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৭ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪০৮ টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা জেলায় শুকনো খাবার বাবদ বরাদ্দকৃত ১০০০ প্যাকেটের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৪ প্যাকেট ১৫৪ দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৯৫৮টি পরিবার।

 চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ৫ কোটি ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা ১০০,২০৯টি প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১,০১,২২৫ টি দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১৫টি পরিবার।

 ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকার মধ্যে ২ কোটি ৮৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ৫৮,৭৪৬টি হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে ১,৩৫,৮২২টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২৩৫টি পরিবার। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১১৯৪টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৬ লাখ ২০ হাজার টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ৩১১টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/সাহেলা/জয়নুল/২০২১/২২৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৫০০

**ময়মনসিংহ বিভাগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 ময়মনসিংহ বিভাগে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

 ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা হতে পাঠানো পৃথক পৃথক বিবরণীতে এ সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

 ময়মনসিংহ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ৭০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩ কোটি ২৬ লাখ ৮৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৭০ হাজার ৮৭৮টি পরিবারের ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৩৯০ জন মানুষ। ময়মনসিংহ মহানগর এলাকার জন্য ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ লাখ টাকা ১ হাজার ২৫০টি পরিবারের ৬ হাজার ২৫০ জন মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩৯ কোটি ২ লাখ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী ৮ লাখ ৬৭ হাজার ১২৮টি পরিবারের ৪৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬৪০ জন মানুষ।

 ময়মনসিংহ মহানগরী এলাকায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১৫ লাখ টাকা নগদ অর্থের পুরোটাই ৩ হাজার ৭৫০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় গো-খাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, ৩৩৩ এর মাধ্যমে মোট উপকারভোগী পরিবার ৬১৫টি।

 জামালপুর জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৩৩ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ১৬ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে, উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৩০০টি পরিবারের ১ লাখ ৭৩ হাজার ২০০ জন মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ১৫ কোটি ৪০ লাখ ৭৮ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১৩ কোটি ৭১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা। ৩ লাখ ৪ হাজার ৭৭৩টি পরিবারের ১২ লাখ ১৯ হাজার ৯২ জন মানুষের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া জামালপুর জেলায় শিশু খাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ পর্যন্ত জেলায় ৩৩৩ এর মাধ্যমে মোট উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৪৯২টি।

 নেত্রকোনা জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ১৪ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৪৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৫ হাজার পরিবারের ২ লাখ ৭৪ হাজার মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ২৯ লাখ ৮০ হাজার টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে । ১ লাখ ১৭ হাজার ৭৩৪টি পরিবারের ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৬৭০ জন মানুষের মাঝে এ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, শিশু খাদ্য হিসেবে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়, যার মধ্যে ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ১৩২০।

 গো-খাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। ১৭০টি জন গৃহস্থের মাঝে গোখাদ্যের এ অর্থ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৩৩৩ এর মাধ্যমে জেলায় মোট সেবা গ্রহীতার পরিবার সংখ্যা ৬২টি।

 শেরপুর জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬০ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০ হাজার ৫১৭টি পরিবারের ১ লাখ ৫২ হাজার ৭৪০ জন। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকার মধ্যে পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী ৮৪ হাজার ৯৫৯টি পরিবারের ৪ লাখ ২৪ হাজার ৭৯৫ জন।

 এছাড়া শিশু খাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৮০২। গোখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ লাখ টাকার মধ্যে ৬০ হাজার টাকা ৯৮টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

#

মাহমুদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/ ২২৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৯

**স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মা ফৌজিয়া মালেক ইন্তেকাল করেছেন**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 আজ রাজধানীর এ এম জেড হাসপাতালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেকের মা ফৌজিয়া মালেক এজমা ও বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মরহুমা ফৌজিয়া মালেক মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার হরগজ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুমার স্বামী মৃত কর্নেল এম এ মালেক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ছিলেন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাটমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

 মৃত্যুকালে ফৌজিয়া মালেক এক ছেলে (স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক) ও এক মেয়ে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর রুবিনা হামিদ) রেখে গেছেন।

 মরহুমা ফৌজিয়া মালেক গত ৪ দিন রাজধানীর এ এম জেড হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় গত দুইদিন আগে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেয়া হয়েছিল। এর ৫ মাস আগে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

 দেশবাসীর কাছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবার মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

#

মাইদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           নম্বর : ২৪৯৮

**স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মা ফৌজিয়া মালেকের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মা ফৌজিয়া মালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী
আ ক ম মোজাম্মেল হক; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী
মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

 এছাড়া শোক প্রকাশ করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল; সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী
মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী।

#

মারুফ/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৭

**অনলাইন হচ্ছে ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে কাগজের ভলিউমে দলিল রেজিস্ট্রির পরিবর্তে অনলাইনে দলিল রেজিস্ট্রি ও রেকর্ড সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

 এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের নির্দেশনায় ‘ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প’ শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৬০ লাখ ৩২ হাজার টাকা।

 প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে সারা দেশের ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলবে।

 এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আজ রাজধানীর নিবন্ধন অধিদপ্তরে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে নিবন্ধন অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির মহা-পরিদর্শক ও প্রকল্প পরিচালক শহীদুল আলম ঝিনুক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান লজিকফোরাম লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক লে. কর্নেল মোহাম্মদ তারিকুল হক (অব.) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

 চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার ও যুগ্ম সচিব এ এইচ এম হাবিবুর রহমান সহ নিবন্ধন অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দলিল রেজিস্ট্রির পরিবর্তে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন বা ই-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি প্রচলনের উপযোগিতা যাচাইকরণ, ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়ারের প্রকৃতি যাচাইকরণ, ভূমি নিবন্ধন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের সফটওয়ার ব্যবহারের জন্য হার্ডওয়ারের প্রকৃতি যাচাই ও পরিমাণ নির্ধারণ করা, হাতে লেখা এলটি নোটিশ এর পরিবর্তে ই-এলটি নোটিশ জারীর পরীক্ষামূলক সফটওয়ার উন্নয়ন, হাতে লেখা বালাম বহির পরিবর্তে ডিজিটাল বালাম প্রচলনের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ, ডিজিটাল সূচিকরণ বা ই-ইন্ডেক্সিং পরীক্ষামূলক চালুকরণ ও বিদ্যমান ম্যানুয়াল দলিলসমূহ ডিজিটাল করার সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা।

 আনিসুল হক বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জমির মালিকানা, খতিয়ান, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি অনলাইনে অটোমেটিক যাচাই হবে এবং বায়োমেট্রিক টিপ গ্রহণ করে দলিল অনলাইনে রেজিস্ট্রি ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে শৃঙ্খলা আসবে ও জালিয়াতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এতে রেজিস্ট্রি সেবা গ্রহণে মানুষের হয়রানি, সময় ও খরচ এবং আদালতে জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা কমে যাবে।

#

রেজাউল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৬

**তথ্য ও সম্প্রচার কর্মীরা সরকার ও জনগণের মধ্যে 'সেতুবন্ধ'**

 **---তথ্য সচিব**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 সরকারের নীতি, কৌশল এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার ও এতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব খাজা মিয়া বলেছেন, এই মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কমচারীরা রাষ্ট্র-সরকার ও জনগণের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে।

 আজ ‘শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ‘জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের ভার্চুয়াল কর্মশালা’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সচিব খাজা মিয়া এসব কথা বলেন।

 গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের কাজকে আরো বিস্তৃত ও জোরালো করতে সারাদেশে ২৬টি জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে জানিয়ে খাজা মিয়া বলেন, এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ২০২০-২১ অর্থবছরে শুরু করা সম্ভব হবে। তিনি এই প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

 এই ভার্চুয়াল কর্মশালায় দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪টি পার্বত্য উপজেলা (কাপ্তাই, লামা, রামগড়, পটিয়া) তথ্য অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের ৬৮জন কর্মকর্তা এবং সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণ যুক্ত হন। যারা প্রধানত সরকারের নীতি, কৌশল, প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আন্তঃব্যক্তিক মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বার্তা দিয়ে থাকেন।

 কর্মশালার সভাপতি গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকার জানান, ব্রিটিশ ভারতে ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা আবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় সরকারের এই সংস্থাটি আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তিনি আরো বলেন, সরকারের উন্নয়ন কাজের তথ্যাদি প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্যোগের সময় বিশেষ করে করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে তথ্য কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

 এছাড়া কর্মশালায় যুক্ত হয়ে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) এবং এই প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক মোঃ আনছার আলী প্রকল্পটির নানা দিক তুলে ধরে এর বাস্তবায়নে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দেন।

 পরিশেষে, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ ভার্চুয়ালি যুক্ত হওয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি টানেন কর্মশালার সঞ্চালক গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রচার ও সমন্বয়)
মোঃ মনিরুজ্জামান।

#

মনিরুজ্জামান/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২১০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৫

**বরিশাল বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় গরিব, অসহায়, দুঃস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

 বরগুনা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ সহায়তা) খাতে ৩০ হাজার ৪৭১টি পরিবারের ১ লাখ ২১ হাজার ৮৮৪ জনের মাঝে ১ কোটি ৪১ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার ১২২টি পরিবারের ৫ লাখ ২০ হাজার ৪৮৮ জনের মাঝে ৫ কোটি ৮৫ লাখ ৪৫ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩-এ কলের মাধ্যমে ৪২১টি পরিবারের ১ হাজার ৬৮৪ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 ভোলা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ অর্থ সহায়তা) খাতে ৩৮ হাজার ৪৪৫টি পরিবারের ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৫৭ জনের মাঝে ১ কোটি ৯৪ লাখ ৫৩ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার ৪৩৮টি পরিবারের ৪ লাখ ৫৬ হাজার ৫৩৩ জনের মাঝে ৫ কোটি ৮৬ লাখ ৯৭ হাজার ১০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩-এ কলের মাধ্যমে ১ হাজার ৭১ টি পরিবারের ৩ হাজার ৭৩৮ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

 জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৪

**করোনা মহামারির কারণে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে না**

 **-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ সরকার সফলভাবে মোকাবিলা করছে। এ মহামারির মধ্যেও সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সচল রয়েছে। করোনার মহামারির কারণে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে না।

 আজ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় তিনটি সড়ক উদ্বোধন উপলক্ষে কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, করোনার ঝুঁকির মধ্যে কর্মচারীরা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মন্ত্রী সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ডের উল্লেখ করে বলেন, মেট্রোরেল এখন আর স্বপ্ন নয় বাস্তব, কিছুদিন আগে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোরেলের কোচ চালানো হয়েছে, দেশ শতভাগ বিদ্যুতায়নের দ্বারপ্রান্তে।

 নুরুজ্জামান আহমেদ তাঁর নির্বাচনি এলাকার জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আদিতমারী ও কালীগঞ্জ উপজেলায় যত রাস্তাঘাট প্রয়োজন সব করা হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, কাজের গুণগত মানে কোন ছাড় দেয়া হবে না, শতভাগ মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করবেন।

 পরে মন্ত্রী ভার্চুয়ালি কালীগঞ্জ উপজেলায় তিনটি সড়ক উদ্বোধন করেন।

#

জাকির/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯৩

**ঢাকা বিভাগে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 করোনা ভাইরাস মহামারির প্রেক্ষিতে মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

 গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

 ঢাকা  জেলায়  ২ কোটি ১১  লাখ ৬৫ হাজার ৯৬০টাকা  নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৫ কোটি ৭০ লাখ ৮৫ হাজার ৬৫০ টাকা এবং শিশু খাদ্য হিসেবে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 রাজবাড়ী জেলায়  ১ কোটি ২৪ লাখ ২৯ হাজার ৭টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮হাজার ৮০০ টাকা এবং শিশু খাদ্য ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 নরসিংদী  জেলায় ১ কোটি ৯৮ লাখ ৮৯ হাজার ৫৫০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬ কোটি  ১৯ লাখ ৪৬ হাজার ৫৫০ টাকা, শিশু খাদ্য হিসেবে ৪৯ হাজার টাকা  আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 গোপালগঞ্জ জেলায় ২ কোটি ৯২ লাখ ৫ হাজার ৭ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৮ হাজার ৮০০ টাকা এবং শিশু  খাদ্য হিসেবে ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

 টাংগাইল জেলায় ৩ কোটি ৫৪ লাখ ১১ হাজার ৪০০ টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১২ কোটি  ২ হাজার ৮৫০ টাকা, ৫ লাখ ১০ হাজার টাকার  শিশু খাদ্য, গোখাদ্য ৪ লাখ টাকা, ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ২ লাখ ৮২ হাজার ৫ শত টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

 নারায়ণগঞ্জ জেলায় ১ কোটি ১৫ লাখ  টাকা নগদ এবং ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৪ কোটি  ৮৫ লাখ ৩৩ হাজার ৮৫০ টাকা, শিশু খাদ্য ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

 সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।

#

আনোয়ার/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

Handout Number : 2492

**Israel must end its illegal activities in Palestine**

 **-- Foreign Minister**

Dhaka, 27 May 2021 :

 The Human Rights Council must take decisive action towards ensuring accountability and justice for all violations of international law in the Occupied Palestinian Territory stressed Bangladesh Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen. He was addressing a Special Session of the Human Rights Council on Palestine issue held today.

 Expressing strong condemnation for the illegal and belligerent actions by Israel, the Foreign Minister said that Israel must end its continued illegal occupation, unlawful settlement activities and annexation. He regretted that impunity and subdued response of international community only emboldened the occupying forces. The recent ceasefire must not be an excuse for us to cast off the weight of responsibility from our shoulders, he continued.

 Highlighting the importance of accountability and justice, Dr. Momen recommended ICC’s role as well as the council’s action including through a Commission of Inquiry. He also urged international community to render humanitarian assistance to the Palestinians.

 The Foreign Minister emphasized on a UN system-wide coordinated approach and meaningful action by the UN Security Council for a permanent solution of the crisis.

 Dr. Momen participated in the Special Session of the HRC on the Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory convened this afternoon (BD time). Foreign Minister of Palestine, Foreign Ministers of Turkey, Namibia, Pakistan, Libya, Tunisia, Kuwait, Syria, Qatar, Egypt, Malaysia were among other Ministers who attended the event.

#

Tohidul/Sahela/Sanjib/Joynul/2021/1925hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯১

**উন্নত বাংলাদেশ গড়তে গণমাধ্যমগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। তাই উন্নত বাংলাদেশ গড়তে গণমাধ্যমগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

 আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘Bangabandhu and Liberation War of Bangladesh in the Eyes of International MediaÕ শীর্ষক সেমিনারে অনলাইনে সভাপতির বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ঘটনা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এবং এদেশের পক্ষে জনমত গঠনে গণমাধ্যমগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতার পরেও এ দেশের উন্নয়ন ও ভাবমূর্তি বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে গণমাধ্যমগুলো কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে গণমাধ্যমগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে নয়াদিল্লিস্থ বিবিসি (ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন) এর সাবেক ব্যুরো চিফ স্যার উইলিয়াম মার্ক টালি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্যার মার্ক টালি আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান জনগণ কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় স্যার মার্ক টালিকে বাংলাদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

 অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম. হুমায়ুন কবির আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

#

শিবলী/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৯০

**খুলনা বিভাগে করোনাকালীন সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত রোগ কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে চলমান বিধিনিষেধের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকার। তারই অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় আজ গরিব, অসহায়, কর্মহীন এবং দুস্থ মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

 যশোর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৬২ হাজার ২শত পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ১১ লাখ টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩ লাখ ১০ হাজার ৭ শত ৯৮ টি পরিবারের মাঝে ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ৫৯ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১ হাজার ৬ শত পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৮ লাখ টাকা এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৩ হাজার ২ শতটি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 বাগেরহাট জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৪০ হাজার ৬ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৭২ হাজার ৮ শত ৯৯ টি পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ৭৮ লাখ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ২ শত ৩৯ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 সাতক্ষীরা জেলায় এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ৪৫ হাজার ৯ শত ২৪টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ২৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৩ শত ৪০ টি পরিবারের মাঝে ১২ কোটি ৯৩ লাখ ৩ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৭ শত ৩৮টি পরিবারের মাঝে শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৩ লাখ টাকা এবং ১ শত ৯ টি পরিবারের মাঝে গোখাদ্য হিসেবে ৪ শত ৭৯টি পরিবারের মাঝে নগদ ৩ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৯৭ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ২৩ হাজার ৬ শত ৬৮টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৭ লাখ ৬৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৫৩ হাজার ৮ শত ২৫ টি পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪২ লাখ ২১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৫ শত ২০ টি পরিবারের ২ হাজার ৬ শত জন এবং ভাসমান ১ হাজার ৮৪ জনকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 নড়াইল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ ২৪ হাজার ৯ শত ৫৪ টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ২০ লাখ ৯৩ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৭৬ হাজার ৭৮টি পরিবারের মাঝে ৩ কোটি ৪২ লাখ ৩৫ হাজার ১ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ৭৭টি পরিবারের মাঝে শুকনো খাবারের প্যাকেট এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ৩০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 মেহেরপুর জেলায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাদ্দসহ এ পর্যন্ত অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ১৩ হাজার ২ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৬২ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১৫ হাজার ২ শত ৫০টি পরিবারের মাঝে ৬৮ লাখ ৬২ হাজার ৫ শত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনে কলের মাধ্যমে ১৫টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

 উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

দীপংকর/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৯

**কচুরিপানা ও ভাসমান ময়লা-আবর্জনা অপসারণে অত্যাধুনিক মেশিন আনা হচ্ছে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 এডিস মশা নিধনে খাল এবং জলাশয়ে থাকা কচুরিপানা এবং ভাসমান ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করতে জার্মানি থেকে অত্যাধুনিক মেশিন আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ অনলাইনে আয়োজিত এডিস মশা নিধন এবং ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, ঢাকাসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের খাল ও জলাশয় থেকে কচুরিপানা এবং অন্যান্য ভাসমান পদার্থ পরিষ্কার করে মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস ও পানির প্রবাহ ঠিক রাখার লক্ষ্যে এই মেশিন আমদানি করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী আরো বলেন, চীন, জাপান, কোরিয়া এবং ব্রিটেনসহ বিশ্বের অনেক দেশেই এই মেশিনগুলো চালু রয়েছে। সবগুলো দেশের মেশিন যাচাই-বাছাই করে জার্মানি থেকে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই মেশিন কচুরিপানাসহ ভাসমান পদার্থ এমনকি পানির এক মিটার নিচের ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করতেও সক্ষম।

 চলমান সময়টিকে এডিস মশার প্রজননের ঊর্বর সময় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এডিস মশা স্বচ্ছ পানিতে জন্মে, তাই বাসাবাড়িতে কোথাও পানি জমিয়ে রাখা যাবে না। নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। এ ব্যাপারে অনেক সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে। এরপরও যারা এডিস মশার প্রজননে ভূমিকা রাখবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানান, এডিস মশা নিধনে প্রয়োজনীয় কীটনাশক ঔষধ বিশেষ করে এডাল্টিসাইড ও লার্ভিসাইড পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। এছাড়া, পর্যাপ্ত ফগিংমেশিন, প্রশিক্ষিত জনবলও প্রস্তুত আছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। নগরবাসীকে মশার উপদ্রব থেকে বাঁচাতে সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মানুষ সচেতন না হলে এবং খাল-জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করতে পারলে মশার প্রজনন বৃদ্ধি ঠেকানো সম্ভব হবে না। জনমানুষের অংশগ্রহণ অর্থাৎ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে যে কোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলা করা সম্ভব।

 মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের আওতাধীন অফিস এবং অন্যান্য অবকাঠামোতে যেন এডিস মশার লার্ভা না জন্মে সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

 ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, রেলওয়ে, সিভিল এভিয়েশন এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে ডেঙ্গু মশা নিধনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী এডিস মশা নিধনে সিটি কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তসমূহ এসব প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দিয়ে তা প্রতিপালন করার জন্য চিঠি দিতে বলেন এবং পরবর্তী মিটিংয়ে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে বলেন।

 সভায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, খুলনা এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক সমন্বয়ক এবং ওয়াসার এমডি অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন।

#

হায়দার/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৮

**কোভিড**-**১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৯১৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২৯২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯৪ হাজার ৯৮৫ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২২জন-সহ এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৪৮০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৭ লাখ ৩৫ হাজার ১৫৭ জন।

#

দলিল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৭

**প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি সচল থাকলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে**

 **---শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি সচল থাকলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তৃণমূল উদ্যোক্তারা যেভাবে অর্থনীতিকে সচল রেখেছে, তাতে করোনা মহামারির মধ্যেও জীবন ও জীবিকা চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রদানে যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। করোনার মহামারির মধ্যে জাতীয় অর্থনীতি সচলের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দ্বিতীয় দফার প্রণোদনার আওতায়এসএমই ফাউন্ডেশনের ‘ক্রেডিট হোল সেলিং’ ঋণ কর্মসূচির উদ্বোধন এবং ঋণের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং শিল্পসচিব জাকিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আরফান আলী এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জিয়াউল হাসান মোল্লা। এতে অন্যদের মধ্যে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ও এসএমই ফাউন্ডেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংক এশিয়ার পক্ষ থেকে ২ জন নারীসহ মোট ৮ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৬৩ দশমিক ৯০ লাখ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

 বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, সত্যিকারের যারা প্রণোদনা পাওয়ার যোগ্য, তারাই যেন প্রণোদনা পায়। প্রণোদনা পেতে উদ্যোক্তারা যেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে অযথা হয়রানির শিকার না হয়।  তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে করোনা মহামারির প্রভাব সফলভাবে মোকাবিলা করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিও সকলকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

#

জাহাঙ্গীর/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৬

**ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহারকারীরা আলেমদের শত্রু**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 ‘ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহারকারীরা প্রকৃত আলেমদের শত্রু’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর বায়তুল মুকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে ‘ধর্মের নামে অরাজকতা, তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের ধর্মহীনতা এবং শান্তির ধর্ম ইসলাম’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এবং জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী মোঃ মামুনুর রশিদ বাংলাদেশ ইউনাইটেড ইসলামী পার্টি আয়োজিত আলেমদের এ সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।

 প্রকৃত আলেমদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না, তারা আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করেন, মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য বয়ান করেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আজকে কিছু আলেম নামধারী ব্যক্তিবর্গ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে নিজেদের আখের গোছানোতে লিপ্ত। আপনারা দেখেছেন বাবুনাগরী-মামুনুল হকের অবৈধ সম্পদের ফিরিস্তি বেরিয়ে এসেছে। কোন দেশে দোকান আছে, ক’টা লরি আছে, এগুলো বেরিয়ে এসেছে। মাদ্রাসা দেখিয়ে বিভিন্ন দেশ এবং দেশের বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে থেকে তারা চাঁদা সংগ্রহ করে। আর সেই টাকা দিয়ে পরস্ত্রীকে নিয়ে রিসোর্টে যায় ফুর্তি করার জন্য। এমনকি জাকাত-ফিতরার টাকাও তারা আরাম আয়েশের জন্য নিজেদের একাউন্টে নিয়ে গেছে। এরা কি আলেম! এরা আলেম নামধারী কলঙ্ক।’

 ‘মন্ত্রীদের জন্য দেয়া পুলিশের সুরক্ষা ছাড়া আমার পেছনে কোনো গাড়ি থাকে না আর মামুনুল হক সাহেব যখন বের হতো, সামনে পাঁচটা পেছনে পাঁচটা এমনকি বিভিন্ন সময়ে আরো বেশিও গাড়ি থাকতো’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘এই টাকা কিসের টাকা! তার কি কোনো ইন্ডাস্ট্রি আছে, তার কি কোনো ব্যবসা আছে! ব্যবসা হচ্ছে মাদ্রাসা দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। যারা এই সমস্ত কাজ করছে তারা হচ্ছে ইসলামের শত্রু।’

 আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘ইসলামের কথা বলে যারা মানুষের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়, ভূমি অফিস জ্বালিয়ে দেয়, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, এরা ইসলামের শত্রু। যারা ধরা পড়েছে তারা ছাড়াও ইসলামের শত্রু আরো আছে, তাদেরকেও চিহ্নিত করে বর্জন করা ও তাদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন। এই মুখোশ উন্মোচনের কাজটি করার জন্য আলেমদের প্রতি আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।’

 ‘বিএনপি সরকার ইসলামের কথা বলে আলেম-ওলামাদের অনেক কিছু দেবে বলে কোনো কিছু দেয় নাই’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আমাদের সরকার আলেম ওলামাদের জন্য অনেক কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেই আজকে ইসলামের খেদমতে নানা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কওমী সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদেরকে সরকারি চাকরিও দিয়েছেন। তার নির্দেশে সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ, প্রায় ৮৪ হাজার মসজিদভিত্তিক মক্তব, প্রতিটি মক্তবের আলেমকে সাড়ে ৫ হাজার টাকা করে ভাতা দেয়ার বিষয়টি যেমন জনগণকে জানানো প্রয়োজন তেমনি তারা ইসলামের কথা বলে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, সেটিও জনগণকে আপনাদের জানানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

 মন্ত্রী এসময় ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে বলেন, ‘বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশের যে নীতি সেই নীতির এক চুলও পরিবর্তন আমাদের সরকার করে নাই।’

 ইসলামের সেবায় সরকারের বহুমুখী কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার আলেমদের গ্রেপ্তার করেনি, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে যারা অপরাজনৈতিক চিন্তা থেকে অঘটন ঘটানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত জঙ্গিবাদী-সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করেছে। আমরা আলেমদেরকে গ্রেপ্তার করেছি এই কথা বিভিন্ন আঙ্গিকে এরাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানোর চেষ্টা করে। আমি মনে করি তারা বাঙালি জাতি, ইসলাম এবং দেশের শত্রু।’

 ইউনাইটেড ইসলামী পার্টির চেয়ারম্যান মাওলানা মোঃ ইসমাইল হোসাইনের সভাপতিত্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য ড. মুফতি মাওলানা কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহী প্রধান বক্তা হিসেবে এবং ইউনাইটেড ইসলামী পার্টির মহাসচিব শাইখুল হাদিস মাওলানা মুফতি শাহাদাত হোসাইন সভায় বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে সকলে দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রার্থনায় যোগ দেন।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৫

**২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে সরকার**

 **-যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ  গড়তে কাজ করে যাচ্ছে সরকার।  প্রতিমন্ত্রী আজ  টোবাকো কন্ট্রোল প্রজেক্ট ও ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ‘তামাকে কর বৃদ্ধি ও তামাক থেকে যুব সমাজকে রক্ষা বিষয়ক’ ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ হিসেবে এ যুবকদের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ আজ তামাক বা মাদকে আসক্ত।  তামাক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু তো নয়ই, বরং এর বহুল ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি উভয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। আর তাই জাতীয় বাজেটে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে যুবসমাজকে তামাক সেবনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

 যুবসমাজকে তামাক ও মাদক থেকে দুরে রাখতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন,  যুবসমাজ যাতে বিপথগামী না হয়, সুস্থ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া  চর্চার সুযোগ করে দিতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি  যুবসমাজকে আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।  এখানে মিনি থিয়েটারসহ সুস্হ সংস্কৃতির ব্যবস্হা থাকবে।

 ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের সভাপতি এফ এইচ এম হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক এম এ মতিন ও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম।

#

আরিফ/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৪

**‘ইয়াস’-এর প্রভাবে পানিবন্দিদের জন্য শুকনো খাবার বরাদ্দ**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 ঘূর্ণিঝড় ‘ইয়াস’ এর প্রভাবে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকূলীয় ৯ জেলার ২৭ টি উপজেলার জন্য ১৬ হাজার ৫০০ শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গতকাল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 উপকূলীয় সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী এবং লক্ষীপুর এ নয়টি জেলার শ্যামনগর, আশাশুনি, কয়রা, দাকোপ, পাইকগাছা, শরণখোলা, মংলা, মোরেলগঞ্জ, মঠবাড়িয়া, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা, রাংগাবালী, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, কলাপাড়া, চরফ্যাশন, মনপুরা, তজুমদ্দিন, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, ভোলা সদর, হাতিয়া, রামগতি এবং কমলনগর- এই ২৭টি উপজেলার পানিবন্দিদের মাঝে বিতরণ করার জন্য এ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

 #

সেলিম/পরীক্ষিৎ/সাহেলা/আব্বাস/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮৩

**সিলেট বিভাগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 সিলেট বিভাগে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় সরকারের মানবিক কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সিলেট বিভাগের আওতাধীন সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা হতে পাঠানো পৃথক বিবরণীতে এ সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়েছে।

 সিলেট জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৯৮ লাখ ৯৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৭৮ লাখ ৯১ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ১৪১টি পরিবারের ২ লাখ
৬১ হাজার ৯২০ জন। সিলেট মহানগর এলাকার জন্য ত্রাণ হিসেবে বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ৫ লাখ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার ৫০০টি। উপকারভোগীর সংখ্যা ৫ হাজার জন। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৮৬ লাখ ৭৩ হাজার ১০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৭৩ হাজার ১০০ টাকা। এতে উপকারভোগী ৬৩ হাজার ৭১৮টি পরিবারের ২ লাখ
৯৯ হাজার ৩৭২ জন মানুষ।

 সিলেট জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত নগদ ২৮ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। সিলেট জেলায় গো খাদ্য বাবদ বরাদ্দকৃত নগদ ১৩ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীণ।

 হবিগঞ্জ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৯ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ১১ লাখ ৭০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪১ হাজার ২১২টি পরিবারের ১ লাখ
৯২ হাজার ৫৩৮ জন মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১৭ লাখ ৪৪ হাজার ৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৬ কোটি ১৪ লাখ ৯৫ হাজার ২০০ টাকা। ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৫৬টি পরিবারের ৬ লাখ ১৯ হাজার ৩৪৩ জন মানুষের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া হবিগঞ্জ জেলায় শিশু খাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন।

 সুনামগঞ্জ জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ২২ লাখ ১৫ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত
২ কোটি ৯০ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৫ হাজার ১৫০টি পরিবারের
২ লাখ ৭৫ হাজার ৭৫০ জন মানুষ। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ১৬ লাখ
৯৮ হাজার ৯৫০ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবার ১ লাখ ৫৯ হাজার ৩৩১টি। উপকারভোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৬৫৫ জন। এছাড়া শিশু খাদ্য হিসেবে ১১ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। বরাদ্দকৃত টাকা ২ হাজার ২০০ টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উপকারভোগী শিশু ২ হাজার ২০০ জন। গোখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ১১ লাখ টাকা বিতরণ প্রক্রিয়াধীন।

 মৌলভীবাজার জেলায় ত্রাণ সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৭ লাখ ৩০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত
২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৭০০টি পরিবারের ২ লাখ ১৮ হাজার ৫০০ জন। এ জেলায় ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৫৬ লাখ
৬৩ হাজার ৮৫০ টাকার মধ্যে পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। এতে উপকারভোগী ৭৯ হাজার ২৫৩টি পরিবারের
৩ লাখ ৯৬ হাজার ২৬৫ জন। এছাড়া শিশুখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ লাখ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে। উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ টি, উপকারভোগীর সংখ্যা ৭ হাজার জন। গোখাদ্য হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ লাখ টাকার পুরোটাই বিতরণ করা হয়েছে ।

#

উজ্জল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৫২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮২

**কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে সহজ শর্তে ঋণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

            কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, অঞ্চলভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদেরকে দেয়া হচ্ছে। ভর্তুকি দেয়ার পরও একটি কম্বাইন হারভেস্টার কিনতে ১০-১৫ লাখ টাকা কৃষককে দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে কৃষক যন্ত্র কিনতে পারে না। সেজন্য, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে যাতে কৃষকেরা কৃষিযন্ত্র কেনায় সহজ শর্তে  ঋণ পেতে পারে, সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করা। বর্তমানে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তা আমরা কমিয়ে আনতে চাই। এছাড়া, স্থানীয়ভাবে খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত কারখানা তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। মন্ত্রী এ বিষয়ে কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী, নির্মাতা ও আমদানিকারকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী ও আমদানিকারকরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ, কৃষকের জন্য ঋণ ও গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিযন্ত্র বিতরণের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়ন ও লাভজনক করতে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ  প্রকল্প হলো তার অনন্য উদাহরণ। এটি সারা বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। দেশে কৃষিতে নতুন বিপ্লব ঘটবে। কৃষি লাভজনক হবে ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

 কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম। এসময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সংস্থাপ্রধানগণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক বেনজীর আলম এবং কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী, নির্মাতা ও আমদানিকারকদের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৫৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮১

**ভাষাসৈনিক শামসুল হক আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন**

 **-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, ভাষাসৈনিক এম শামসুল হক আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা তার পারোলৌকিক জীবনে শান্তি প্রদান করবেন।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু ডিগ্রী কলেজ প্রাঙ্গনে ২০২১ সালে মরণোত্তর একুশে পদক প্রাপ্ত ভাষাসৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা এম শামসুল হকের ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে এ কথা বলেন।

 মরহুমের কবর জিয়ারত ও মোনাজাত শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভাষা সৈনিক শামসুল হক আজীবন সাধারণ মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তির লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৮০

**শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ (২৭ মে) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ মে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

 বরেণ্য চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামবাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রা, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সংগ্রামই ছিল তাঁর চিত্রকর্মের মূল উপজীব্য। ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত জলরঙের ছবির জন্য তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। জয়নুলের কর্মে প্রতিভাত হয়েছে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নর-নারীর শ্রম ও সংগ্রাম এবং সেই সাথে তাদের ক্ষমতার বহিঃপ্র্রকাশ। তিনি ইউরোপীয় স্টাইলে চিত্রাঙ্কনের ওপর লেখাপড়া করলেও প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের অঙ্কনধারা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অতিমাত্রায় রীতিনির্ভরতার পরিবর্তে তিনি বাস্তবতার প্রতি আকৃষ্ট হন। এ বরেণ্য শিল্পীর কল্পনার রেখা ও তুলিতে ভাস্বর হয়ে ওঠেছে ১৯৪৩ সালের ‘দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র’, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ‘নবান্ন’, ১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে লাখো উপকূলবাসীর মৃত্যুতে ‘মনপুরা’র মতো হৃদয়স্পর্শী চিত্র। শিল্পীর কালজয়ী শিল্পকর্ম দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিপুল প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। অসাধারণ শিল্প-মানসিকতা ও কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন।

 শিল্পাচার্য জয়নুলের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে ঢাকা আর্ট কলেজ (বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিল্পাচার্য জয়নুলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৫ সালে সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা গ্যালারি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম আগামী প্রজন্মকে সৃজনশীল কাজে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিশ্বখ্যাত এ বরেণ্য শিল্পী ১৯৭৬ সালের ২৮ মে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। শিল্পাঙ্গনে তাঁর অনবদ্য অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

 শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি বরেণ্য এ শিল্পীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৩৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৪৭৯

**এলডিসি থেকে উত্তরণ টেকসই করতে প্রয়োজন সমন্বিত সহায়তা পদক্ষেপ**

 **-রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ২৭ মে :

 জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরি উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর উন্নয়নকে টেকসই করতে জাতিসংঘসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাহসী, উদ্ভাবনী, উন্নত ও সমন্বিত সহায়তামূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

 গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে চলমান এলডিসি-৫ প্রস্তুতিমূলক সভার অংশ হিসেবে আয়োজিত “উত্তরিত ও উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর জন্য উন্নত সহায়তা পদক্ষেপ” শীর্ষক ভার্চ্য়ুাল থিমেটিক আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি ও স্বল্পোন্নত দেশ, ভূবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের উচ্চ প্রতিনিধির কার্যালয় অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে।

 রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে এলডিসি থেকে উত্তরিত ও উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলি এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নে ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দেশগুলোর বাণিজ্য, মেধাস্বত্ত্ব অধিকার ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ‘টেকসই উত্তরণ সহায়তা সুবিধাদি’-এর মতো নতুন ও উন্নত সহায়তা কাঠামোর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে জাতিসংঘসহ ‘ইন্টার-এজেন্সি টাস্কফোর্স’ এসকল দেশগুলোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুৎসই ধারণা নিয়ে আসবে যা উত্তরিত ও উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর টেকসই উত্তরণ নিশ্চিত করবে এবং তাদেরকে পিছলে পড়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করবে।

 ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের পঞ্চম এলডিসি সম্মেলনের সফলতা ঘরে তুলতে প্রস্ততিমূলক কমিটির চলমান এই সভা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন এলডিসি-৫ এর প্রস্তুতিমূলক সভার কো-চেয়ার রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। তিনি আরো বলেন, প্রস্তুতি কমিটির এ সভাসমূহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও উন্নয়ন অংশীদারগণ উত্তরিত ও উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোর জন্য কোভিড-১৯ এর চ্যলেঞ্জসহ উত্তরণের অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথোপযুক্ত সহায়তা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

 আলোচনা অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর পরিচালক তাফিরি টেসফাসিউ এবং ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বল্পোন্নত দেশ, ভূবেষ্টিত উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের উচ্চ প্রতিনিধির কার্যালয়ের পরিচালক ও আইএটিএফ এর সভাপতি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশনের উপইউনিট প্রধান, আইটিইউ-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এ আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ, লাওস ও জিবুতিতে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ও তাদের প্রতিনিধিবর্গ।

 গত ২৪ মে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে শুরু হওয়া এলডিসি-৫ এর প্রস্তুতিমূলক সভা আগামী ২৮ মে শেষ হবে।

#

পরীক্ষিৎ/শাম্মী/কুতুব/২০২১/১২০০ ঘণ্টা